ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৩২৫-৩৩৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4121

মায়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

মাসুদা পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Founded on 27 September 1988 by Aung San Suu Kyi, the National League for Democracy (NLD) emerged as a pivotal force within the Myanmar pro-democracy movement. Garnering widespread support during the 1990 election campaign, the NLD faced formidable opposition as the military government, sensing its growing influence, arrested Aung San Suu Kyi before the elections. Despite these challenges, the NLD secured a significant majority of parliamentary seats, only to encounter the military government's refusal to cede power to the democratically elected representatives. This research delves into the intricate dynamics of the NLD's pivotal role in the pursuit of democracy within Myanmar's turbulent political landscape.

Key Word: National League for Democracy (NLD), Democracy, Election.

ভূমিকা: ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মিয়ানমার (বার্মা) সরকার গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু বার্মার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পুরনো অন্তঃকোন্দল ও স্বাধীনতা আন্দোলন দেশটিতে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এ অবস্থায় ১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক সরকার শাসন ক্ষমতায় আসে। এরপর মিয়ানমারে সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও ক্রমশ এই আন্দোলনে বার্মার সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। অবশেষে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও দাবি পূরণের জন্য ১৯৮৮ সালে বার্মায় অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টি গঠিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মিয়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

মিয়ানমারের রাজনীতি বিশ্লেষণ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) ১৮২৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল। এসময় একটি বিষয় লক্ষ করা যায় যে, বহুজাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত বার্মা নিজেদের মধ্যকার সবরকম বিভেদ ভুলে একমাত্র শত্রু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল। বার্মার সকল জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বার্মার হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মূলত ব্রিটিশ শাসন বার্মার জনগণের মধ্যে একত্রিত হওয়ার বীজ বপন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা জেনারেল অং সানের নেতৃত্বে Burma Independent Party গঠিত হয় এবং এর ৩০ জন কর্মীকে জাপানি সৈন্যরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এরপর অং সানের নেতৃত্বে Anti- Fascist Peoples Freedom League (AFPFL) গঠন করা হয় যেখানে বার্মার জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা একত্রিত হয়েছিল। এই দলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অং সান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনু এবং থাকিন থান টুন। যিনি ছিলেন বার্মার কমিউনিস্ট দলের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে আটলান্টিক চার্টার অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার বার্মাকে স্বাধীনতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়[১] এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে অনুপনিবেশিকরণ (Decolonization) প্রক্রিয়ায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতাত্তোর বার্মার ভবিষ্যৎ জাতীয় বিষয় নিয়ে স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বার্মার শান রাজ্যের রাজধানী ও পার্বত্যশহর প্যানলং (Panglong)- এ বার্মার স্বাধীনতার জনক ও জাতীয়তাবাদী নেতা অং সান এবং দেশটির সাতটি রাজ্যের (শান, কাচিন, কারেন, কায়া, মন, চিন ও আরাকান) জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পাদিত হয় 'প্যানলং চুক্তি'। এই চুক্তি অনুযায়ী সাতটি রাজ্যের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর অধীনে একদা পরিচিত ব্রহ্মদেশ 'ইউনিয়ন অব বার্মা' (Union of Burma) নামধারণ করে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র (Nation State) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২] তাই ১২ ফেব্রুয়ারি বার্মায় ইউনিয়ন দিবস পালন করা হয়।

স্বাধীনতার পর সরকার, কমিউনিস্ট দল ও বিদ্রোহী এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই সময় গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট দল ও সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। তবে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত Anti- Facist Peoples Freedom League (AFPFL) সরকারী দল হিসেবে পরিচিত ছিল। এই দল ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে। National united front কমিউনিষ্ট সমর্থক বিরোধী দল। তারা মনে করত Anti-Facist Peoples Freedom League (AFPFL) দল কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে প্রধানমন্ত্রী উ নু ১৯৫৮-৬০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। ১৯৬০ সালে Anti- Facist Peoples Freedom League (AFPFL) দল Union Party নতুন নাম ধারণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এরপর Union Party তিনভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দলের মধ্যে অন্তঃকোন্দল বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় মার্চ ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। সামরিক সরকার বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে। পরবর্তী তিন দশক শাসন ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।[৩]

১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় আসার পর জেনারেল নে উইন এবং তার বিপ্লবী কাউন্সিল কিছু আদেশ জারি করেছিল যার প্রথম লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে শৃঙ্খলিত করা যেন এখানে মুক্ত চিন্তার বিকাশ না ঘটে। সামরিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কঠোর নিয়ম নীতি ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলির দরজা রাত ৮ টার মধ্যে বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয় যেন শিক্ষার্থীরা রাত ৮ টার পর চায়ের দোকানে একত্রিত হয়ে সরকার বিরোধী সমালোচনা না করে। এরপর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বন্ধ দরজার তালা ভেঙ্গে প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এসময় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। যদিও সরকার মাত্র ১৫ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছিল। এরপর ছাত্র ইউনিয়ন অফিস বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়া হয় এবং চার মাসের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। সামরিক সরকার বার্মায় The Burmese way to Socialism ঘোষণা করে। ফলে ১৯৬৩-৬৫ সালের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এতে বার্মায় বিদেশী বিনিয়োগকারী বিশেষ করে ভারতীয় ও চীনা ব্যবসায়ীরা প্রায় শূণ্যহাতে বার্মা ছাড়তে বাধ্য হয়। এইসব ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব সামরিক অফিসারদের দেয়া হয়। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন পূর্ব প্রশিক্ষণ তাদের না থাকায় ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পকারখানাসমূহ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসময় বার্মায় প্রচুর পেশাজীবী ও দক্ষ নাগরিক অভিবাসী হিসেবে বিদেশে চলে যায়। বার্মা ১৯৫০ এর দশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার চেয়ে এগিয়ে ছিল কিন্তু ১৯৬৪ সালে সামরিক ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র দুই বছর পর বার্মার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে সামরিক সরকার নতুন নীতি গ্রহণ করে। এসময় বার্মায় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করা হয় এবং তাদের নিকট থেকে কম মূল্যে ধান সংগ্রহ করার কথা বলা হয়। এই নতুন নিয়মে কৃষকরা কম মুনাফা হতে পারে ধারণা করে ধান উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ধান উৎপাদনে অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৬৩ সালে ধান উৎপাদন ১.৮ মিলিয়ন টন থেকে কমে ১৯৬৮ সালে ধান উৎপাদন হয় ০.৩ মিলিয়ন টন। চাল রপ্তানী ছিল বার্মার বৈদেশিক আয়ের প্রাথমিক উৎস। ধান উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরকারের পক্ষে অন্যান্য পণ্যের আমদানী ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বার্মায় অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে।[৪]

১৯৮৮ সালে বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র, পেশাজীবী শ্রেণি, সরকারি চাকুরীজীবী সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। কিন্তু সামরিক সরকার পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়। এসময় অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দল গড়ে ওঠে এবং নির্বাচনে এই দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু সামরিক সরকার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হয়নি

এবং সুচিসহ তার দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।[৫] ১৯৮৮ সালে বার্মায় শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীগণ পরবর্তীতে 88 GENERATION নামে পরিচিত হয়েছিল।

ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) গঠন

বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা জেনারেল অং সানের সুযোগ্য কন্যা অং সান সুচি বার্মার জনগণের সামরিক সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। যখন জেনারেল অং সানকে হত্যা করা হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। এরপর সুচির মা রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে সুচির জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে ভারতে। সুচি ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখানে মাইকেল এরিস নামে ইংল্যান্ডের নাগরিকের সাথে তার বিয়ে হয়। মাইকেল এরিস তিব্বতের উপর গবেষণা করেছিলেন। বৈবাহিক জীবনে তাদের দুইজন পুত্রসন্তান রয়েছে। ১৯৮৮ সালে যখন আন্দোলন চলছিল তখন তিনি মায়ের সাথে রেঙ্গুন ছিলেন। ২৬ আগস্ট তিনি বার্মায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা দেন এবং বহুদলীয় নির্বাচনের কথা বলেন। এই সম্মেলনে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ উপস্থিত ছিল। এসময় বার্মার জনগণ বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির (বিএসপিপি) পরিচয়পত্র পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করে। বার্মার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টি গঠিত হয়। সূচনালগ্ন থেকেই এনএলডি দল মায়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অং সান সুচি জনগণকে সামরিক শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন। ধীরে ধীরে অং সান সুচি সামরিক সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। সামরিক অভ্যুত্থানের কিছুদিন পর জেনারেল নে উইন এর অনুগত জেনারেল সো মং State Law and Order Restoration Council (SLORC) এর চেয়ারম্যান হন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে বলেন। এসময় অং সান সুচির নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টি প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর National Unity Party (NUP) আত্মপ্রকাশ করে এবং এই দলের সমর্থকরা পুরনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। National Unity Party (NUP) এর বেশিরভাগ সদস্য ছিল সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং বার্মা সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রোগ্রামের (বিএসপিপি) অনুগত। এই দল অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা পেয়েছিল। কারণ পূর্ববর্তী বার্মা সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রোগ্রামের (বিএসপিপি) এর অফিসগুলো বিনামূল্যে দলীয় কাজে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। এটা খুব দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অস্থায়ী সরকার কৌশলে National Unity Party (NUP)

কে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছে যেন সদস্যরা কোয়ালিশন সরকার গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এসময় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছোট বড় ২০০ রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। অস্থায়ী সরকার চেয়েছিল ভোটগুলি যেন বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং কোন রাজনৈতিক দল যেন নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে। তাই সামরিক সরকার নতুন রাজনৈতিক দলগুলোকে অফিস খোলার এবং টেলিফোন সংযোগ নেয়ার অনুমতি দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর জন্য পেট্রোলের উপর সরকারী ভর্তুকী বাড়িয়ে দেয়া হয়। বার্মার সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে তাদের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টি একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই দলে যদিও অভ্যন্তরীণ বিভেদ ছিল তবুও ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ জনগণ সুচিকে গ্রহণ করেছিল। প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) পার্টিতে যোগদান করে। অং সান সুচির নির্বাচনী প্রচারণায় প্রচুর লোকের সমাগম হত। অং সান সুচি ও তার সহযোগী উ টিন সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে শুরু করে। যেখানে অং সান সুচি যান সেখানে জনগণ তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। রাজনীতিতে অং সান সুচির আগমণ তার পিতা জেনারেল অং সান এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সামরিক সরকার অং সান সুচির সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করে। কিন্তু সামরিক সরকারের সুচি বিরোধী এই উদ্যোগ সফল হয়নি। সুচির সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল সুচি বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক অং সান এর কন্যা। সুচির বিপুল জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের কারণে সামরিক সরকার মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সুচি বিরোধী প্রচারণা চালায়। ১৯৮৯ সালে সামরিক সরকার অং সান সুচি ও তার সহযোগী উ টিনকে গৃহবন্দী করে। সামরিক সরকার অং সান সুচির গৃহবন্দীর কোন যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেনি তবে তারা অনুমান করেছিল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের সাথে Communist Party of Burma (CPB) এর গোপন যোগাযোগ রয়েছে।[৬] এই ঘটনায় বার্মা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

> "Following Myanmar crisis and arrest of several Myanmar nationalists, the internal politics in Myanmar has invited tremendous attention of the international community. For example 1989, the American criticized Myanmar's military government policies and they sent humanitarian aid to the country. Besides that, the European Union (EU) give a pressure the United Nations to take notice of Myanmar crisis and that it could be placed beneath the United Nations Commission on Human Rights in Geneva in 1998. While on the other hand, ASEAN took the stand

> not to alienate Myanmar, due to ASEAN's policy not to interfere with the members internal affairs. ASEAN received significant opposition from international organization such as the International Labour Organization (ILO) which urged ASEAN to reject Myanmar participation in ASEAN. Thus, Myanmar still was accepted as a member. Thailand was the first country to tie formal relationship with Myanmar after 1990." [7]

সামরিক সরকারের এইসব নির্যাতন সত্ত্বেও ১৯৯০ সালে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দল জয়লাভ করে। মোট ৪৮৫ টি আসনের মধ্যে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দল পায় ৩৯২ টি আসন, সামরিক সরকার সমর্থিত National Unity Party (NUP) পায় মাত্র ১০ টি আসন এবং বাকি আসনগুলি পায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল।[৮]

কিন্তু সরকার নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করে অং সান সুচির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে তাকে গৃহবন্দী করে এবং তার সমর্থক নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। বার্মায় সামরিক সরকারের এরূপ কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বার্মায় সামরিক সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ঘটনায় বার্মা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে তা নিম্নরুপঃ

> Soon after the 1990 elections, the U.S. government reduced its diplomatic presence in Yangon to a Charge d'Affaires. In 2003, the U.S. Congress passed the Burmese Freedom and Democracy Act "to sanction the ruling Burmese military junta, to strengthen Burma's democratic forces and support and recognize the National League of Democracy as the legitimate representative of the Burmese people, and for other purposes." The U.S. sanctions over the years have included a pre-existing arms embargo, further suspension of textile trade and other agreements, a ban on new investment and economic aid, in addition to visa restrictions imposed on senior officials and their relatives. The EU echoed the U.S. in both condemnations and sanctions (differing though in areas of trade and investment). Individual politicians, too, sought to make their own influence felt. Tony Blair, while in office, offered personal support to the UK-led campaign by discouraging British tourists from visiting Myanmar and spending money in the country.[৯]

বার্মায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অং সান সুচির ভূমিকা পাশ্চাত্য মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

বার্মায় সামরিক সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বার্মায় শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় অং সান সুচিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। বার্মায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন খুব দ্রুত বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়।

ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি দলের আদর্শিক অবস্থান

১৯৮৮ সাল থেকে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের আদর্শিক অবস্থান ছিল বার্মায় সামরিক শাসনের বিপক্ষে এবং এনএলডি ছিল বার্মার প্রধান বিরোধী দল। দল-মত নির্বিশেষে বার্মার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই দলের সমর্থক ছিল। এনএলডি উদারপন্থী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১৫ সালে দলের মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এনএলডি দল বার্মায় সত্যিকার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে যা নিশ্চিত করবে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করবে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবে। এই দলের মূল উদ্দেশ্য হবে টেকসই ও শক্তিশালী বার্মা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা। তাই এনএলডি দলের প্রচারণায় মূল শ্লোগান ছিল Time for Change।[১০]

এক্ষেত্রে এনএলডি দলের উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করা যার ফলে বার্মা অতীতের সংকটসমূহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। সংস্কারের জন্য এনএলডি তিনটি ক্ষেত্রকে নির্বাচন করেছিল : জাতীয় ঐক্য, ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সংস্কার। এনএলডি দল একটি শক্তিশালী ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করতে চেয়েছিল যেখানে এথনিক গোষ্ঠীগুলির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেয়া হবে। বার্মায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। এনএলডি দল রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে বার্মার অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হবে বার্মার জাতীয় ঐক্য ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন। এনএলডি দল কেবল সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই বলে না বরং সেনাশাসক কর্তৃক নিষিদ্ধ বাক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, দলের মেনিফেস্টোতে বার্মা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মায়ানমারের পরিবর্তে। কারণ বার্মা শব্দটি দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মান জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা বর্মী ভাষায় কথা বলে। অন্যদিকে মায়ানমার শব্দটি ১৯৮৯ সালে সেনাশাসক কর্তৃক গৃহীত হয় এবং এর দ্বারা সকল জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত মায়ানমার রাষ্ট্রকে বোঝায়। এই অবস্থায় জনগণ বার্মা শব্দটি ব্যবহার করেছিল সামরিক শাসন বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে। এটি ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অং সান সুচি ছিলেন বার্মার জনগণের আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক। তিনি বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট এর সাথে তার মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যান। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন

সুচির মুক্তি ও সামরিক সরকারের মানবাধিকার লংঘনের জন্য বার্মার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। অং সান সুচি বাস্তবসম্মত ও কৌশলী পদক্ষেপের মাধ্যমে বার্মায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বার্মার প্রধান তিনটি গ্রুপ যেমন গণতান্ত্রিক সরকার, সামরিক বাহিনী ও এথনিক গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা চালিয়ে যান। বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার এই পদক্ষেপ ছিল খুবই কার্যকরী।[১১]

বার্মায় রাজনৈতিক দলগুলোকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: সামরিক সরকারের নিজস্ব দল, সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় গঠিত গণতন্ত্র সমর্থিত রাজনৈতিক দল ও এথনিক গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব দল। ২০১০ সালে সামরিক সরকারের অধীনে Union Solidarity and Development Party (USDP) দল গঠিত হয়। পরে এর নাম হয় USDA। ২০১০ সালে নির্বাচনে এই দল আইনসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন দখল করেছিল। অং সান সুচি গৃহবন্দী থাকায় এনএলডি দল ২০১০ সালে নির্বাচন বর্জন করে। কিন্তু ২০১২ সালের উপ-নির্বাচনে এনএলডি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল।[১২]

৩০ নভেম্বর ২০১০ সালে অং সান সুচি গৃহবন্দীত্ব থেকে মুক্তি পায়। এর সাথে মায়ানমারের রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হয়। তিনি ২০১২ সালের উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৯০, ২০১২ ও ২০১৫ সালে এনএলডি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ রাজনীতিতে অং সান সুচির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। এভাবে সুচি ধীরে ধীরে মায়ানমারের বিশ্বাসযোগ্য নেতায় পরিণত হন। দীর্ঘদিন জনগণের দৃষ্টির বাইরে থাকা সত্ত্বেও সুচির জনপ্রিয়তা কমে নি। দীর্ঘ গৃহবন্দীত্বের বছরগুলিতে তার আন্তর্জাতিক বৈধতা অটুট ছিল। সামরিক শাসনের সময়কালে অং সান সুচি ছিলেন মায়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে একমাত্র বেসামরিক নেতা। এমনকি মায়ানমারের রাজনৈতিক এলিটদের কাছেও তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এনএলডি দল এবং সামরিক বাহিনী উভয়ই সুচির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানত। ২০১২ ও ২০১৫ সালে নির্বাচনী প্রচারণায় সুচি গণতন্ত্রের যোদ্ধা থেকে বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে পরিবর্তন করেছিল। ২০১৫ সালের নির্বাচনে এনএলডি দলের নেতৃত্বে থাকা সুচি ১১১ জন সাবেক রাজবন্দীদের দলে যুক্ত করেছিল, যারা ছিল তরুণ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। এরা ছিল পাশ্চাত্য উদারতাবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তারা মায়ানমারের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই সময় এনএলডি দল থেকে পূর্বের নেতা ও এথনিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বাদ দেয়া হয়। নতুন দলীয় ব্যবস্থায় এনএলডি দল কৌশলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় নারী কর্মীদের কাছে আসে। এর ফলে অন্য ৯৩ টি প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দলের তুলনায় এনএলডি দলে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অং সান সুচি প্রাক্তন জেনারেল যারা তাকে গৃহবন্দী

করেছিল তাদের কালো তালিকাভুক্ত করেন। ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য এনএলডি দল কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিল। যেমন:

১) গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে অং সান সুচির ব্যক্তিগত ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছিল।

২) উগ্র জাতীয়তাবাদীদের খুশি করার জন্য দল থেকে মুসলমানদের বাদ দেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৩) নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে মায়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখার সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

৪) অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নির্বাচনী প্রচারণার মডেল অনুসরণ করে ঘরে ঘরে নির্বাচনী প্রচারণা পৌঁছে দেওয়া হয়।

৫) ২০০৮ সালের সামরিক সংবিধান সংশোধন, জাতীয় ঐক্য ও ফেডারেল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতি গ্রহণ করা হয়।[১৩] এই সমস্ত কৌশল নিঃসন্দেহে এনএলডি দলকে ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভে সহায়তা করেছিল।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনে বার্মায় এনএলডি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে এবং স্বাধীনতার পর প্রথম বার্মায় সত্যিকার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সময় অং সান সুচি বার্মার অবিতর্কিত নেতা হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। কারণ ২০০৮ সালের সামরিক সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি বিদেশী নাগরিক হলে বা বিদেশী নাগরিকত্ব আছে এমন কারো সাথে সম্পর্ক থাকলে বার্মার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে। অং সান সুচির স্বামী ও পুত্র ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ায় সুচি বার্মার সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। এই অবস্থায় সুচি এনএলডি দলের প্রধান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলে বার্মার প্রেসিডেন্ট হন Htin Kyaw। সুচি এই সময় তিনটি মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং Ministry of Electric Power and Energy) মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সুচি State Counselor পদে নিয়োজিত হন যা প্রেসিডেন্ট Htin Kyaw সুচির জন্য তৈরি করেছিলেন। ফলে সুচি রাষ্ট্রীয় কাজে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দায়িত্ব পান। ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অং সান সুচি বার্মার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম বক্তব্য দেন। সুচির মতে, বার্মা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে জাতি গঠন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। এনএলডি দল বার্মায় ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্য ও অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিবে। এটা ছাড়া বার্মায় জনগণের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও

কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এইসব অর্জনের জন্য বার্মা যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত যদিও এইসব লক্ষ্য অর্জন করা মোটেও সহজ হবে না। অং সান সুচি বার্মায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। তার দল এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি প্যানলং এ অনুষ্ঠিত চুক্তির কথা বলেন যেখানে এনএলডি দল সরকারী দলের প্রতিনিধি, আইনসভার সদস্য, সিভিল সোসাইটি, বুদ্ধিজীবী, সেনাবাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন এথনিক সম্প্রদায় প্রতিনিধি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি এই সভাকে একুশ শতকে বার্মায় প্রথমবারের মত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাইলফলক বলে প্রশংসা করেন। এনএলডি দলের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা যার মাধ্যমে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে এবং রাখাইন স্টেটের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এনএলডি দল দীর্ঘ দিনের একাকীত্বের নীতির বদলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বার্মার সম্পর্ক পুন:স্থাপন করবে। সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের উদ্যোগ ও সমর্থনে অং সান সুচি রাখাইন স্টেটে বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থা দূরীকরণের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। কিন্তু তিনি এনএলডি দলের সংস্কার কর্মসূচীতে সেনাবাহিনীর বাধা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।[১৪]

এনএলডি দলের চ্যালেঞ্জসমূহ

বার্মায় গণতন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যা হল ঃ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ও এথনিক সম্প্রদায়গুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ। বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন যে, বার্মায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল বিষয় হল তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর সাথে আপোষরফা করা। এগুলি হল বার্মার জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, সামরিক বাহিনী ও এথনিক সম্প্রদায়। এনএলডি দল ২০১৩ সালে বার্মায় Thein Sein কর্তৃক গঠিত নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এনএলডি দল দুটি প্রধান বাধার সম্মুখীন হয়েছিলঃ আইনসভায় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এথনিক সম্প্রদায়গুলির শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক। এনএলডি দল জাতীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে সংস্কার কার্যক্রম পাশ করা কঠিন ছিল। কারণ ২০০৮ সালের সংবিধান অনুযায়ী বার্মার আইনসভার দুটি কক্ষে মোট আসনসংখ্যার ২৫% সামরিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এনএলডি দল কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের চেষ্টা করলেও তা সফল হত না কারণ সামরিক বাহিনীর সমর্থিত দলের সদস্যগণ বিভিন্ন উপায়ে সরকার ও আইন প্রনয়নকারী সংস্থাকে প্রভাবিত করত। এই সংবিধান পরিকল্পনা ও প্রস্তুত

করেছিল সেনাবাহিনী। ২০০৮ সালের সংবিধান সেনাবাহিনীকে তিনটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা দিয়েছিল। যেমনঃ

ক) প্রেসিডেন্টের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ) আইনসভায় সেনাবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এছাড়াও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

গ) ২০০৮ সালের সংবিধানের ৪০নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোন জরুরী সংকট মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহনের এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার সেনাবাহিনীর থাকবে।[১৫] তাই ২০০৮ সালের সংবিধান সংশোধন জরুরী ছিল।

কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার ৭৫% সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তিনটি মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনী স্বার্থ বিরোধী যেকোন সংবিধান সংশোধনীতে ভেটো দিতে পারত। ফলে এনএলডি দলের উদারপন্থী নীতি গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়েছিল এবং এনএলডি দল সেনাবাহিনীর সাথে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিল। বার্মায় জাতীয় ঐক্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় এনএলডি দলের দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা ছিল বার্মার জাতীয় বাহিনী ও এথনিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের ঘটনা। উল্লেখ্য যে, বার্মার মোট জনসংখ্যার ৬০% হল বার্মান জাতি এবং ৪০% এথনিক গোষ্ঠী। এর মধ্যে ১০০ এর বেশি পাহাড়ী উপজাতি রয়েছে। বেশিরভাগ বার্মার জনগণ সুচি ও এনএলডি দলের সমর্থক হলেও গ্রামীণ এলাকায় ও এথনিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তার জনপ্রিয়তা কম ছিল। কারণ বেশিরভাগ এথনিক গোষ্ঠী বার্মার জাতীয় বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। এথনিক গোষ্ঠীগুলির ভূমি ও সম্পদ জাতীয় বাহিনী অধিগ্রহণ করেছিল। অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার কারণে বার্মান নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সাথে এথনিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মনে করা হয় এথনিক গোষ্ঠী বার্মায় সকল সমস্যার মূল কারন। বার্মায় এথনিক গোষ্ঠীর দুটি প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল। যেমনঃ

ক) এথনিক গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃতি প্রদানসহ সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ দাবি করা হয়।

খ) বেশিরভাগ এথনিক সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা চায়।

এই অবস্থায় এনএলডি দল সংখ্যালঘুদের সংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়েছিল রাজনৈতিক ঐক্য অর্জনের লক্ষ্যে। সর্বোপরি গণতন্ত্র বাস্তবায়নে বার্মায় সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তিনটি এথনিক সম্প্রদায়- কাচিন, কারেন ও রোহিঙ্গা। কাচিন সম্প্রদায় ১৯৪৭ সালে প্যানলং চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল 'ইউনিয়ন অব বার্মা' গঠনের লক্ষ্যে। এরপর দীর্ঘদিন স্বাধীনতার জন্য বার্মায় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৯৪ সালে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু সামরিক বাহিনী ২০১১ সালে প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ বিরতি অস্বীকার করায় পুনরায় কাচিন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কারেন জনগোষ্ঠী বার্মায় দ্বিতীয় প্রধান এথনিক

সম্প্রদায়। কারেনদের মতে, রাজনৈতিক আলোচনা ফলপ্রসু করার মধ্যে যুদ্ধ বিরতির সাফল্য নিহিত ছিল। রাজনৈতিক আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় ২০০৫ সালে সামরিক বাহিনীর সাথে কারেন জনগোষ্ঠী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় বাহিনী কারেনদের এলাকায় বারবার আক্রমণ করতে থাকে। এর ফলে পাশ্ববর্তী থাইল্যান্ডে প্রচুর মানুষ আশ্রয় গ্রহন করে। রোহিঙ্গারা ছিল বার্মায় মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ধর্মীয় কারণে দীর্ঘদিন তারা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এর সাথে তারা রাজনৈতিক অধিকার হারায়। এই অবস্থা চরম সংকট সৃষ্টি করে ২০১২ সালে যখন জাতীয় বাহিনী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় এনএলডি দল দুইভাবে কার্যক্রম শুরু করে। জাতীয় সেনাবাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট কার্যনির্বাহী সংস্থার অধীনে নিয়ে আসা হয়। জাতীয় সেনাবাহিনী সরকারী আদেশ উপেক্ষা করেছিল এবং এই বাহিনীর নির্যাতন ও সাংঘর্ষিক মনোভাব সংখ্যালঘুদের সাথে সংঘর্ষের বড় কারণ ছিল। এনএলডি দলের তৎপরতায় ২০১৬ সালে একবিংশ শতাব্দীর প্যানলং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এটি ছিল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি পদক্ষেপ। শুধুমাত্র কাচিন জনগোষ্ঠী নবনির্বাচিত সরকারের সমর্থনে এই কনফারেন্স অংশ নেয়। অন্যান্য জনগোষ্ঠী এতে অংশ নেয়নি। কারণ সেনাবাহিনী মতে, অন্যান্য জাতি যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষর না করায় কনফারেন্স অংশ নিতে পারেনি। সর্বোপরি এই কনফারেন্স বিরোধীদের বার্তা দিয়েছিল যে, এনএলডি তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দল-মত নির্বিশেষে সকলের সাথে আলোচনা করতে সক্ষম।[১৬]

অন্যদিকে বার্মার জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সমালোচিত হতে শুরু করেন। সুচি ও তার দল এনএলডি নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য সামরিক বাহিনীর কর্মকান্ডের সাথে সমঝোতা নীতি গ্রহণ করেছে বলে সমালোচকরা মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সুচি আরো বেশি সমালোচিত হয়েছিল যখন রাখাইন স্টেটে মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়। কারন সুচি এই বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। বার্মায় জাতীয় সামরিক বাহিনী ও এথনিক গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় এনএলডি দল ও গণতান্ত্রিক সরকার নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে এবং এতে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৯১ সালে অং সান সুচি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন কিন্তু বার্মায় সেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

উপসংহারঃ ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে মিয়ানমারের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। জাতিগত বিভেদ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দীর্ঘদিন বার্মায় সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়নি। এছাড়া এথনিক জাতিগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে আসছিল। সামরিক

সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতা জনগণকে আন্দোলনমুখী করে তোলে। মিয়ানমারের ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার সামরিক সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সামরিক সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এসময় অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। সূচনালগ্ন থেকেই এনএলডি দল মিয়ানমারের জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা সফলভাবে পালন করে আসছিল। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) দলের বিজয় বার্মায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার একটি মাইলফলক ছিল। কিন্তু সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য ছিল না। পরবর্তী বিশ বছর সামরিক বাহিনী অং সান সুচিকে গৃহবন্দী করে রাখে। গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় অং সান সুচি পুরো পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একজন যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হন। এরপর ২০১৫ সালের নির্বাচনে এনএলডি দল জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেও ২০০৮ সালের সংবিধান অনুযায়ী অং সান সুচি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। এমনকি মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কারণ ২০০৮ সালের সংবিধান সামরিক সরকার এমনভাবে তৈরি করেছিল যে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার উপর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ অটুট থাকে। এই অবস্থায় এনএলডি দল সামরিক বাহিনীর সাথে আপোষ রফার মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। এই কারণে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর রোহিঙ্গাগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অং সান সুচি কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে অং সান সুচির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. Shwe Lu Maung, *Burma: Nationalism and Ideology an Analysis of Society, Culture and Politics*, (Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh, 1989), 20

২. Martin Smith, *Burma: Insurgency and the politics of Ethnicity*, (Dhaka, UPL, 1999), 77

৩. Kristian Stokke, 'Political Parties and Popular Representation in Myanmar's Democratisation Process', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, December 2015, 13

৪. Christina Fink, *Living Silence: Burma under Military Rule*, (The University Press Limited, Bangladesh, 2001), 33

৫. Christina Fink, *Living Silence*, 58

৬. *Ibid*, 60-61

৭. Mohamad Faisol Keling, *A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process*, 148

৮. Christina Fink, *Living Silence*, 60

৯. Xiaolin Guo, *Democracy in Myanmar and the Paradox of International Politics*, 9, accessed on 30 January, 2023. https://www.burmalibrary.org/en/nld-2015-election-manifesto-english

১০. *Election Manifesto 2015*, 2, National League for Democracy, Online Burma Library, 2015

১১. Roberta Zappulla, *Challenges for the National League for Democracy in Achieving Peace and Democracy in Myanmar*, 3-4, Political Ideologies of the 20th Century, Metropolitan University of Prague. December 2017.

১২. Kristian Stokke, *Political Parties and Popular Representation in Myanmar's Democratisation Process,* 15

১৩. Naing Ko Ko, *Democratisation in Myanmar: Glue or Gloss*? 37- 38, Naing Ko Ko is a PhD candidate at the School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian National University. He is a former political prisoner and a former activist who is part of the '88 generation'.

১৪. Roberta Zappulla, *Challenges for the National League for Democracy in Achieving Peace and Democracy in Myanmar*, 5-6

১৫. Marco Bunte., *Burma's Transition to Quasi-Military Rule: From Rulers to Guardian?* Armed Forces &Society, 754-755, Vol. 40(4) 742-764, October 2014.

১৬. Roberta Zappulla, *Challenges for the National League for Democracy in Achieving Peace and Democracy in Myanmar*, 3-4, Political Ideologies of the 20th Century, Metropolitan University of Prague. December 2017.